গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোন ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণমূলক (Containment) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কৌশল/গাইড

১৮ জুলাই ২০২০

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর কমিউনিটি/সামাজিক সংক্রমণ ঘটছে। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এর প্রভাব বিভিন্ন। এই প্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনায় কিছু কিছু এলাকাকে রেড এবং ইয়েলো জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। বাকী এলাকাগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ বা গ্রীণ জোন হিসেবে বিবেচিত হবে। এই গাইডলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকি এলাকা গুচ্ছ/এলাকাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ করে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করার বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনাগুলো দেয়া হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে পালনীয় নিয়মাবলীঃ

সকল জোনের জন্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী (রেড, ইয়েলো এবং গ্রীণ জোনের জন্য অতিরিক্ত নিয়মাবলী দেখুন)

১. এলাকার সকলকে ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

২. মাস্ক ছাড়া কেউ বাসা হতে বের হতে পারবেন না এবং সঠিক নিয়ম (নাক-মুখ ঢেকে) মেনে মাস্ক পরিধান করতে হবে।

৩. করোনা রোগ/ সংক্রমণ শনাক্তকরণ, তাদের আইসোলেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও তাদের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোভিড পজিটিভ রোগীদের ঠিকানা সম্বলিত তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/আইইডিসিআর সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন (যেখানে যা প্রযোজ্য)।

৬. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, হাসপাতাল, জরুরী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে।

৭. এলাকার অধিবাসী বাইরে থেকে আসার পর কাপড়-চোপড় সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং নিজে অবশ্যই সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে। কেউ পিপিই পরিহিত অবস্থায় থাকলে সেগুলো জীবাণুমুক্ত করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। বিশেষতঃ নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা সংগ্রহের স্থানসমূহে সঠিক স্বাস্থ্য সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস/পিপিই-র জন্য আলাদা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

৯. এলাকায় গুজব, কুসংস্কার ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

১০. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে এলাকার জনগণকে সম্যক বিষয়ে ধারণা প্রদান করতে হবে যাতে করে কারও মনে কোন ধরণের ভীতি তৈরি না হয়।

১১. এলাকায় স্বাস্থ্য ও সামাজিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার প্রচারণা এবং নিয়মিত মাইকিং চলতে থাকবে। মসজিদ ভিত্তিক প্রচারণাও চলতে থাকবে। স্থানীয় প্রশাসন ক্যাবল অপারেটরদের সহায়তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা প্রচার করার ব্যবস্থা করবেন।

১২. সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

১৩. কোন ধরণের জনসমাবেশ করা যাবে না।

১৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে বর্ধিত শিফটে কৃষিকাজ করা যাবে।

১৫. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা ও কৃষি পণ্য উৎপাদন কাজ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সময়ে সময়ে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৬. এ সকল কার্যক্রমের তদারকির জন্য কার্যকরী রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং মাঠকর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

Amkarim

বাড়িঃ

- কোভিড পজিটিভ ব্যক্তি আছে এ সকল বাড়ি/এপার্টমেন্ট চিহ্নিত করে লকডাউন করতে হবে। তবে সামাজিকভাবে যেন বাড়ি/এপার্টমেন্টের বাসিন্দারা হেয় না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বাড়ি/এপার্টমেন্টের বাসিন্দারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকরি করাই উত্তম।
- প্রতি ভবনের জন্য প্রবেশ পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং WHO[১] অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
- লকডাউনভুক্ত বাড়ীর ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে যাদের বাইরে যেতে হয় বা আসতে হয় তাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
- পত্রিকা, বাজার-এর প্যাকেট/ ব্যাগ ইত্যাদি দ্রব্য প্রবেশের পূর্বে WHO অনুমোদিত জীবানুনাশক স্প্রে করে নিতে হবে।
- প্রতিবার ব্যবহারের পর লিফট-এর বাটন এবং লিফট-এর ভেতর WHO অনুমোদিত জীবানুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- বন্ধ বিনে (মুখ ঢাকা আবদ্ধ পাত্র) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

অফিসঃ

- সঠিক নিয়মে মাস্ক পরিধান ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না।
- সকল অফিসে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবেশের পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং WHO অনুমোদিত জীবানুনাশক স্প্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অফিসে ঢোকার সময় তাপমাত্রা পরিমাপক দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। জ্বর হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে এবং জ্বর আক্রান্তদের প্রয়োজনে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই জ্বর নিয়ে অফিসে প্রবেশ করা যাবে না।
- প্রতিদিন অফিস শুরুর পূর্বে অফিস প্রাঙ্গন, চেয়ার টেবিল, লিফট ইত্যাদি WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে দ্বারা অফিস পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- দিনে কয়েকবার দরজার হাতল, লিফটের বাটন ও গণশৌচাগারগুলো জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- অফিসে ই-নথির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সকল সভা অনলাইনে করার উপর জোর দিতে হবে।
- অফিসে দর্শনার্থী সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।
- অফিসে খাবার ব্যবস্থা করলে সেখানে দুরত্ব মেনে বসতে হবে এবং স্বল্প সময়ে খাবার শেষ করতে হবে।

কাঁচা বাজারঃ

- কোন কাঁচাবাজার আবদ্ধ স্থানে থাকলে যথাসম্ভব তা উন্মুক্ত স্থানে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রত্যেক বিক্রেতার মাঝখানে যেন কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাজার পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, মুরগী, ফল-মূল এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাজারের মূল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করতে হবে।
- মোবাইলে অর্ডার ও হোম ডেলিভারির জন্য উৎসাহ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পণ্য সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে ক্রেতার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে।
- বাজারের প্রবেশ ও বহির্গমন পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া ও WHO অনুমোদিত জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
- পুলিশ/স্বেচ্ছাসেবক ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করবেন।
- ভ্রাম্যমাণ বাজার পরিচালনাকারী, পরিচালনা সহকারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোবাইল নম্বর সবার জন্য দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে।
- প্রতিদিন বাজারের পরে অবশ্যই জীবাণুনাশক দিয়ে বাজারের সংবেদনশীল স্থানগুলো পরিস্কার করতে হবে এবং যথাযথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

---

[১] ৭০-৯০% আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশক স্প্রে মানবদেহের শুধুমাত্র হাতে, তৈজসপত্র, লকার, লিফট ইত্যাদি ধাতব পদার্থে ব্যবহার করা যাবে। সদ্য প্রস্তুতকৃত ব্লিচ/ব্লিচিং পাউডার (এক চা চামুচ ব্লিচিং পাউডার সাথে ০.৫ লিটার পানির মিশ্রণ) এর দ্রবণ দিয়ে ফ্লোর, গাড়ির চাকা ইত্যাদি জীবাণুনাশক করা যাবে এবং একবার ব্যাবহারের পর বাকিটুকু ফেলে দিতে হবে। এ ছাড়া কাপড় কাঁচা গুড়া সাবান পানির দ্রবণ (৩০ গ্রাম বা চার চা চামুচ গুড়া সাবানের সাথে ১.৫ লিটার পানির মিশ্রণ) দ্বারা গ্রহস্থালি জিনিসপত্র জীবাণুনাশক করা যাবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, হাত ব্যতিত মানবদেহের অন্যান্য অংশে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

JMKarim

মুদি দোকান ব্যবস্থাপনাঃ

- সকল দোকানে স্বাস্থবিধি সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যানার টানাতে হবে।
- প্রতিটি দোকানের সামনে বেষ্টনীর ব্যবস্থা রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- মালামাল ডেলিভারীর সময়ে প্যাকেটসমূহে WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
- ব্যবসায়ী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করতে হবে।

জরুরী স্বাস্থ্য সেবাঃ

- টেলি ডক্টর/টেলি হেলথ কার্যক্রম ব্যাপক প্রচার করতে হবে।
- প্রত্যেক এলাকায় কিছু স্থান পরপর জরুরী স্বাস্থ্য সেবার হটলাইন নম্বর সম্বলিত সতর্কতামূলক পোষ্টার বা ব্যানার থাকতে হবে।
- অ্যাম্বুলেন্সের চালক, রোগী এবং রোগীর সাথে থাকা ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যক্তিগত গাড়ীঃ

- এই ধরনের গাড়ীতে কোনোভাবেই অন্য যাত্রী পরিবহণ করা যাবে না।
- পার্কিং-এ প্রবেশের সময় গাড়ীর চাকা আবশ্যিকভাবে সংক্রমণমুক্ত করতে হবে।
- যাত্রী এবং চালক উভয়কেই আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- গাড়ী পার্কিংয়ে থাকা অবস্থায় চালককে অযথা ঘোরাফেরা না করে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থলে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনাঃ

- কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিঘা প্রতি ৫ জন কাজ করবেন।
- কৃষি শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রমিকদের মাঝে সাবান ও স্যানিটাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিষয়টি মনিটর করবেন।

আইসোলেশন সেন্টার ব্যবস্থাপনাঃ

- কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাদের বাসায় আইসোলেশনের সুযোগ নাই তাদের নির্ধারিত আইসোলেশন সেন্টারে (না থাকলে চালু করে) রাখতে হবে।
- প্রতিটি আইসোলেশন সেন্টার ২ ভাগে বিভক্ত করে লক্ষণযুক্ত এবং সন্দেহজনক কোভিড ব্যক্তি সংক্রমিত (যারা কোভিড রোগীর সংস্পর্শে ছিলেন অথবা যারা পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির অপেক্ষমান) এবং লক্ষণবিহীন কোভিড রোগীদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্থানীয় কোভিড কমিটির ব্যবস্থাপনায় আইসোলেশন সেন্টারে রোগীদের গরম পানি, খাবার ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। আইসোলেশন সেন্টারে অবস্থানরত রোগীরা যাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন তার জন্য ফ্রি ওয়াই-ফাই-এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া রোগীদের মানসিক প্রশান্তি ও বিনোদনের জন্য টেলিভিশনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সহযোগিতায় স্থানীয় কোভিড কমিটি আইসোলেশন সেন্টারের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।
- আইসোলেশনে থাকা রোগীদের জরুরী অবস্থার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রস্তুত রাখতে হবে।

শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনাঃ

- ফ্যাক্টরির মুল প্রবেশ পথে হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন করতে হবে।
- ফ্যাক্টরির মুল প্রবেশ পথে শ্রমিকদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মাল স্ক্যানার/ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হবে।
- মাস্ক ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

- শিল্প-কারখানা পরিচালনার জন্য বিসিকের যে নির্দেশাবলী আছে সেগুলোসহ নিম্নলিখিত সকল নির্দেশনাবলী শিল্প-কারখানার বিভিন্ন স্থানে দৃশ্যমান করতে হবে এবং সঠিকভাবে মেনে চলতে হবেঃ
    - সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তালিকা (প্রতিষ্ঠানের মোট কয়টি ইউনিট, মোট শ্রমিক সংখ্যা, শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে কিনা, শ্রমিকদের লাঞ্চের ব্যবস্থা ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ আয়োজন করে কিনা ইত্যাদি তথ্যসহ) প্রস্তুত করতে হবে।
    - এক শিফটের ফ্যাক্টরীগুলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কারখানার আয়তন ও শ্রমিক সংখ্যায় ২/৩ শিফটে চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে রাত্রিকালীন সময়ে যেসব শ্রমিক ডিউটি করবে তাদের অবশ্যই বাসা হতে ফ্যাক্টরীতে আসার জন্য ও ফ্যাক্টরী হতে বাসায় যাবার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সহকারে যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
    - সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ইউনিটভিত্তিক/ফ্লোরভিত্তিক পৃথক পৃথক সময়ে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করাতে হবে। একইভাবে ফ্যাক্টরী ছুটির সময়েও পৃথক পৃথকভাবে শ্রমিকদের বের করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
    - যে সকল কারখানা খাবার সরবরাহ করে সে সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দুপুরের খাবার সময় ৩ ভাগে বিভক্ত করে দিতে হবে এবং খাবারের স্থান পৃথক করে দিতে হবে। বাইরে খাবারের ব্যবস্থা হলে ৩ ভাগে বের হওয়া ও প্রবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
    - একাধিক শিফটের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি পরিচালনার সময় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন শ্রমিকরা কখনো একত্রে মধ্যাহ্নভোজ কিংবা ডিনার বা নাস্তাসহ অন্য কোন প্রকার খাবার গ্রহণ না করে ।
    - কোন কারণে একাধিক শিফটিং ব্যবস্থা কার্যকর করা না গেলে সেক্ষেত্রে শ্রমিকরা যেন ইউনিট বা ফ্লোর ভিত্তিতে আলাদা আলাদাভাবে পৃথক পৃথক সময়ে সামাজিক দুরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মধ্যাহ্নভোজ বা অন্যান্য খাবার গ্রহণ করে সে বিষয়টি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের খাবার সরবরাহ করে না সেসব ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকরা যেন অবশ্যই নিজ উদ্যোগে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবারসহ ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করে সে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে। কোন অবস্থাতেই মধ্যাহ্নভোজের জন্য শ্রমিকদের কারখানার বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।
    - শ্রমিকদের মধ্যে ন্যূনতম ৩ ফুট দুরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
    - কারখানায় শ্রমিকদের দৈনন্দিন বাজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ছুটির সময়ে কারখানার ভিতরে ভ্রাম্যমাণ বাজার-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
    - স্থানীয় বাজার কমিটির সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য ফোন কলের ভিত্তিতে খাবার সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রমিকদের ফোনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম শ্রমিকদের বাসায় পৌঁছে দিতে পারবে।
    - কারখানার ওয়াশরুম ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হবে। পাশাপাশি লিফট ও সিড়ির রেলিং এগুলোও ঘন ঘন জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
    - করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি যাদের সবচেয়ে বেশি, যেমন: অসুস্থ, বয়স্ক ও গর্ভবতী শ্রমিকদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি প্রদান করা যেতে পারে। এ সময়ে সরকার ও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করবে।
    - শ্রমিকদের বাসায় কেউ করোনা আক্রান্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতে হবে। এমনকি শ্রমিকদের বাসায় কারো করোনা উপসর্গ আছে কিনা সে বিষয়টিও নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।
    - শ্রমিকদের বসার জায়গা ও মেশিনারীজ প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
    - শ্রমিকদের কারো মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে তাকে তাৎক্ষনিক আইসোলেশনে নিয়ে দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
    - নন-কোভিড রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রেড জোনে পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী (এ ছাড়া সকল জোনের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী পালনীয়)

১. সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২. মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হতে পারবে এবং কেবলমাত্র অসুস্থ ব্যক্তি হাসপাতালে যেতে পারবে। রিক্সা, রিক্সাভ্যান, সিএনজি, ট্যাক্সি বা নিজস্ব গাড়ী অনুমতি ছাড়া চলাচল করবে না।

৩. জোনের অভ্যন্তরীণ সড়ক ও নদী পথে কোন যান চলাচল করবে না। তবে রেড জোনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত মূল সড়ক ও মূল নদী পথসমূহে গণপরিবহণ না থেমে চলাচল করতে পারবে।

৪. জোনের ভিতরে ও বাহিরে মালবাহী যানবাহন/জাহাজ কেবলমাত্র রাতে চলাচল করতে পারবে।

SMKarim

৫. অত্যাবশ্যকীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণই কেবল অনুমতি এবং দায়িত্বরত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট নিবন্ধন সাপেক্ষে বাইরে যেতে পারবেন।

৬. ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের "করোনা ট্রেসার" বিডি অ্যাপ ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবাইলে ব্লুটুথ (Bluetooth) খোলা রাখতে হবে।

৭. স্বাস্থ্যবিধি মেনে নাগরিক পরিসেবা অব্যাহত রাখা যাবে।

৮. রেড জোন এলাকাটি চিহ্নিত করা হলে চতুর্দিকের প্রবেশ পথসমূহ বন্ধ করে ১ বা ২টি ভিতরে আসা-যাওয়ার পথ খোলা রাখতে হবে। সেখানে চেকপোস্ট থাকবে এবং আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৯. চেকপোস্টসমূহে সাবান ও পানির সরবরাহসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা থাকবে। গাড়িসহ অন্যান্য যানবাহনে WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বা স্থানীয় কমিটি সব সময় বিষয়টি তদারকি করবেন।

১০. চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার/ স্বেচ্ছাসেবী/ কমিউনিটি পুলিশ নিয়োগ দিতে হবে।

১১. জোনের অন্তর্গত মুদির দোকান, ওষুধের দোকান, কাঁচা বাজার (মহানগরের রেড জোনের জন্য প্রযোজ্য নয়) এবং সুপারশপ খোলা থাকবে। রেস্টুরেন্ট ও খাবার দোকানে হোম ডেলিভারী সার্ভিস চালু থাকবে এবং বাজারে শুধুমাত্র প্রয়োজনে যাওয়া যাবে। সকল দোকানে সর্তকতামূলক ব্যানার টানাতে হবে। প্রতিটি দোকানের সামনে বেষ্টনীর ব্যবস্থা রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে। মালামাল ডেলিভারীর সময়ে প্যাকেটসমূহে WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবসায়ী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় হোম ডেলিভারীর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে শপিংমল, সিনেমা হল, জিম/ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিনোদন কেন্দ্র, সেলুন/বিউটি পার্লার বন্ধ থাকবে।

১২. মোবাইল ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয়ভাবে শাক-সবজি, ফল-মূল, মাছ-মাংস বিক্রি করা যাবে।

১৩. আর্থিক লেনদেন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৪. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সার্কুলার অনুযায়ী ব্যাংক পরিচালিত হবে।

১৫. প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উক্ত এলাকার কোভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

১৬. শুধুমাত্র মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও সহায়ক কর্মচারীগণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ আদায় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সময়ে সময়ে জারিকৃত জরুরী নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। অন্যান্য উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

১৭. রেড জোনে কোরবানীর হাট স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারের সময় সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা/বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৮. জরুরী অ্যাম্বুলেন্স সেবার ক্ষেত্রে রেড জোন ঘোষিত এলাকার রোগী (কোভিড/নন-কোভিড) পরিবহণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৯৯৯-এ কল করে এ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় কোভিড কমিটি এ বিষয়ে উদ্যোগ নিবে।

১৯. রেড জোন ঘোষণার কারণে আকস্মিকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি স্বচ্ছতার সাথে তালিকা প্রণয়ন করবে এবং সহায়তা প্রদান করবে।

২০. প্রতিবন্ধীদের তালিকা করে তাদের সেবার সহায়তার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২১. এ বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি জোনের জন্য এলাকার যুবক-যুবতীদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় এ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ইয়েলো জোনে পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী (এ ছাড়া সকল জোনের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী পালনীয়)

১. সড়ক পথ, নদী পথ ও রেল পথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করা যাবে।

২. জোনের ভিতরে ও বাহিরে মালবাহী যানবাহন/জাহাজ চলাচল করতে পারবে।

৩. এই জোনের অন্তর্গত মুদি দোকান, ওষুধের দোকান, রেষ্টুরেন্ট, চায়ের দোকান, সেলুন/পার্লার ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।

৪. আর্থিক লেনদেন বিষয়ক কার্যক্রম যেমন- টাকা জমাদান/ উত্তোলন স্বাস্থ্যবিধি মেনে করা যাবে।

৫. নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত ব্যক্তিরা আইসোলেশনে (বাড়িতে/ আইসোলেশন সেন্টারে) থাকবে।

৬. মসজিদ/ উপাসনালয়ে সামাজিক দূরত্ব রেখে ইবাদত করা যাবে।

৭. কোভিড রোগী আছে এ সকল বাড়ি চিহ্নিত করে বাড়িটি লকডাউন করা হবে।

Mkarim

৮. লকডাউনভুক্ত বাড়ীর ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে যাদের বাইরে যেতে হয় বা আসতে হয় তাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।

রেস্টুরেন্টঃ

- হোম ডেলিভারি/পার্সেলের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- টেবিল ও চেয়ারের সংখ্যা কমিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসতে হবে। প্রতি টেবিলে একজন বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- রেস্টুরেন্টে যারা প্রবেশ করবে তাদের তাপমাত্রা মাপার জন্য রেস্টুরেন্টের প্রবেশপথে তাপমাত্রা পরিমাপক দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবেন।
- প্রবেশ পথে হাত ধোয়া / জীবাণুনাশক স্প্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং হোম ডেলিভারি বা পার্সেলের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যানার টানাতে হবে।
- মাস্ক ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।
- বড় আকারের ভোজন সমাবেশ করা যাবে না।
- ওয়ান টাইম প্লেট, কাপ, চামচ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মীদের মাস্ক, গ্লাভস ও হেড ক্যাপ পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
- প্রতিবার খাবারের পর টেবিলক্লথ ও চেয়ার টেবিল পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- আসবাবপত্র ঘনঘন স্প্রে করে পরিস্কার করতে হবে এবং ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিস ভালোভাবে জীবাণুক্ত করতে হবে।
- প্রতিদিন রেস্টুরেন্ট বন্ধের পর পুরো জায়গা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

চায়ের দোকানঃ

- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যানার টানাতে হবে।
- দোকানে টিভি ব্যবহার ও জন সমাগম বন্ধ করতে হবে।
- চায়ের দোকানে কোনভাবেই বসার জায়গা রাখা যাবেনা।
- দোকানের সামনে বাঁশের বেষ্টনী স্থাপন করে কমপক্ষে ৩ ফুট দুরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই সঠিকভাবে মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- বিক্রেতা কর্তৃক সুরক্ষা বেষ্টনীর বাইরে চায়ের কাপ হাতলযুক্ত লম্বা ট্রে-র মাধ্যমে ক্রেতার নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- দাঁড়িয়ে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চা পান করতে হবে।
- চায়ের দোকানে ওয়ান টাইম কাপ ব্যবহার করতে হবে এবং সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

সেলুন/পার্লারঃ

- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যানার টানাতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের আসনগুলোর দূরত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং অপেক্ষমান আসন উঠিয়ে দিতে হবে। মোবাইলে সিরিয়াল নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যারা প্রবেশ করবে তাদের তাপমাত্রা মাপার জন্য সেলুন/পার্লারে প্রবেশ পথে তাপমাত্রা পরিমাপক দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবেন।
- সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়কেই যথাসম্ভব মাস্ক, গ্লাভস, ফেস শিল্ড, হেড ক্যাপ পরিধান করতে হবে। সেবা গ্রহীতার ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য।
- নতুন গ্রাহককে সেবা দেওয়ার পূর্বে সেবাদানকারীকে তার হাতের গ্লাভস পরিবর্তন করতে হবে।
- প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে সেবাদান কাজে ব্যবহৃত সকল সরঞ্জাম (যেমন-কাঁচি, রেজার, চিরুনী, ব্রাশ ইত্যাদি) সংক্রমণমুক্ত করে নিতে হবে।
- প্রতি ২ ঘন্টা পর পর প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ মুখ ও বসার স্থানগুলোকে সংক্রমণমুক্ত করতে হবে।

ট্যাক্সি/ রাইড শেয়ারিং/ মোটর সাইকেল/ রিক্সাঃ

- এই ধরনের কোন পরিবহণেই এক জনের বেশি যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে না। তবে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি যেতে পারবে।
- যাত্রী এবং চালক উভয়কেই আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- প্রত্যেক যাত্রী পরিবর্তনের পর যানবাহনকে যথাসম্ভব সংক্রমণমুক্ত করতে হবে। পরবর্তী যাত্রী এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

শপিং মলঃ

- মাস্ক ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।
- প্রবেশপথে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও WHO অনুমোদিত জীবাণুনাশক স্প্রে থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস/ ১০০.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট-এর বেশী হলে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।
- ক্রেতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে একসাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেতাকে মলের ভিতর প্রবেশ করাতে হবে।
- গণশৌচাগারগুলোতে সার্বক্ষণিক সাবান এবং ট্যাপে চলমান পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ক্রেতা ও বিক্রেতাদের শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- লকার, এলিভেটরসহ সকল স্থানে WHO অনুমোদিত জীবানুনাশক স্প্রে করতে হবে।
- শপিং মল খোলা রাখা স্বাভাবিক রেখে কাস্টমারদের শপিং-এর সময় সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

গ্রীণ জোনে পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী (এ ছাড়া সকল জোনের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী পালনীয়)

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষিকাজ করা যাবে।
২. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা ও কৃষি পণ্য উৎপাদন কাজ করা যাবে।
৩. স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস খোলা রাখা যাবে।
৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে জন চলাচল করা যাবে। প্রয়োজন ছাড়া আমোদ বা আড্ডা দেয়ার জন্য বের হওয়া যাবে না।
৫. সড়ক পথ, নদী পথ ও রেল পথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করা যাবে।
৬. জোনের ভিতরে ও বাহিরে মালবাহী যানবাহন/ জাহাজ চলাচল করতে পারবে।
৭. জোনের অন্তর্গত মুদি দোকান, ওষুধের দোকান, রেষ্টুরেন্ট, চায়ের দোকান, সেলুন, শপিং মল ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।
৮. আর্থিক লেনদেন বিষয়ক কার্যক্রম যেমন টাকা জমাদান/ উত্তোলন স্বাস্থ্যবিধি মেনে করা যাবে।
৯. উক্ত এলাকার রোগীদের জন্য নমুনা পরীক্ষা সহজলভ্য হতে হবে। শনাক্ত রোগীরা আইসোলেশনে (বাড়িতে/ আইসোলেশন সেন্টারে) থাকবে।
১০. মসজিদ/ উপাসনালয়ে সামাজিক দুরত্ব রেখে ইবাদত করা যাবে।

SMKarim

মনিটরিং পদ্ধতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা পর্যায়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটিসমূহ সার্বিক সমন্বয় ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করবেন। নিম্নে বর্ণিত ছক অনুযায়ী মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবেঃ

[মনিটরিং পদ্ধতিতে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করলে দয়া করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করুন]

আইটেম/ কার্যক্রম	**বাস্তবায়নের দায়িত্ব**	**মনিটরিং-এর দায়িত্ব**	**রিপোর্টিং কর্তৃপক্ষ**
	জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়		
অধিবাসীদের অবহিত করানো, ভীতি দূর করা এবং ক্ষেত্র তৈরি	সংশ্লিষ্ট করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি	সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌর মেয়র, ইউএনও এবং মনিটরিং কমিটি	সিটি মেয়র/ জেলা প্রশাসক
প্রচার প্রচারণা (জাতীয়)	তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এটুআই	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; প্রকল্প পরিচালক, এটুআই; এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রচার প্রচারণা (জোন ভিত্তিক)	সংশ্লিষ্ট করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি	সিইও/ পৌর মেয়র/ ইউএনও মনিটরিং কমিটি	সিটি মেয়র/ জেলা প্রশাসক
চেকপোস্ট	কাউন্সিলর/ সংশ্লিষ্ট থানার ওসি/ দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা/ স্বেচ্ছাসেবক	এসপি/ সংশ্লিষ্ট উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা	এসপি/ ডিআইজি/ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার
কোভিড পজিটিভ বাড়ি লকডাউন	স্বেচ্ছাসেবক	সুপারভাইজার	চীফ হেলথ অফিসার/ সিভিল সার্জন/ ইউএইচএফপিও
স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	স্বাস্থ্য বিভাগের এলাকা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি/ সংশ্লিষ্ট করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি	সিভিল সার্জন, ইউএনও, ইউএইচএফপিও, ওসি	জেলা প্রশাসক/ সিইও
বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার	আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার/ ইউএনও/ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/ ওসি / দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা	জেলা প্রশাসক/ সিইও/ সংশ্লিষ্ট প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
রাস্তা ও বিভিন্ন এলাকা ডিস-ইনফেক্ট করা, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ/	জোনাল অফিসার/ ইউএনও	জেলা প্রশাসক/ সিইও
আইসোলেশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা	জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, ইউএনও, ইউএইচএফপিও	বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য/ সিভিল সার্জন	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গেট নিয়ন্ত্রণ	সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি / দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা	জোনাল অফিসার/ ইউএনও/ ওসি	পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ সিইও/ জেলা প্রশাসক
আনসার নিয়াগ	জোনাল অফিসার/ ইউএনও/ ওসি	সিইও, জেলা প্রশাসক, এসপি	ডিআইজি/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ
বাসাবাড়ি ব্যবস্থাপনা	বাড়ির মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ /জোনাল অফিসার/ ইউএনও/ পৌর মেয়র
অফিস ব্যবস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ /জোনাল অফিসার/ ইউএনও/ পৌর মেয়র
শপিং মল ব্যবস্থাপনা	শপিংমল দোকান মালিক সমিতি	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি

আইটেম/ কার্যক্রম	বাস্তবায়নের দায়িত্ব	মনিটরিং-এর দায়িত্ব	রিপোর্টিং কর্তৃপক্ষ
	জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়		
কাঁচা বাজার ব্যবস্থাপনা	বাজার সমিতি	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলাপ্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
মুদি দোকান ব্যবস্থাপনা	দোকান মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনা	রেস্টুরেন্ট মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
চায়ের দোকান ব্যবস্থাপনা	দোকান মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
সেলুন ব্যবস্থাপনা	সেলুন মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
যানবাহন ব্যবস্থাপনা	যানবাহন মালিক	স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী	সিইও/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ/ এসপি/ ইউএনও/ ওসি
শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা	কারখানা কর্তৃপক্ষ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/এফবিসিসিআই, স্বেচ্ছাসেবক, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি, পুলিশ বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ইউএনও, সিইও, জেলা প্রশাসক	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
কোভিড পরিস্থিতি মূল্যায়ন	স্বাস্থ্য বিভাগ	স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	জেলা প্রশাসক/ সিভিল সার্জন
জরুরী স্বাস্থ্য সেবা	স্বাস্থ্য বিভাগ	সিএইচও, সিভিল সার্জন, ইউএইচএফপিও	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
জরুরী এম্বুলেন্স	ব্যক্তি উদ্যোগ/ ৯৯৯		

পরিশিষ্ট-কঃ রেড-ইয়েলো-গ্রীণ জোন নির্বাচনের নির্দেশক

(ক) নির্দেশক

প্রাথমিক নির্দেশক: পূর্ববর্তী ১৪ দিনের মধ্যে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে এলাকার প্রতি এক লক্ষ জনে কতজন করোনা পজিটিভ সংক্রমিত ব্যক্তি চিহ্নিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত নির্দেশক:

- পূর্ববর্তী ১৪ দিনে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে।
- পূর্ববর্তী ১৪ দিনে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার।
- পূর্ববর্তী ১৪ দিনে নমুনা পজিটিভের হার (মোট পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে কত শতাংশ পজিটিভ)।
- এলাকার জনগোষ্ঠির ঘনত্ব।
- জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা।
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় (এলাকার মধ্যে লোক চলাচল, বাজার ঘাট, নিয়মিত জনসমাগম এলাকা ইত্যাদি)।

(খ) জোন এলাকার আওতাভুক্ত এলাকা

বাংলাদেশের যে কোন মহানগর, শহর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে এই জোন বাস্তবায়ন করা যাবে।

(গ) অঞ্চলসমূহ শনাক্ত করার নিয়ম

বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় করোনা প্রতিরোধ কমিটি জোনিং এলাকা নির্বাচন এবং ঘোষণার প্রস্তাব করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল গ্রুপ এ বিষয়ে মতামত দিবে। উক্ত মতামত সাপেক্ষে সিভিল সার্জন আইন অনুযায়ী জোন ঘোষণা করতে পারবেন।

রেড জোন

রেড জোন অর্থ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।

- **ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীঃ** পূর্ববর্তী ১৪ দিনে পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি এক লক্ষ জনে ৬০ জন বা এর অধিক শনাক্ত করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি পাওয়া গেলে।
- **অন্যান্য এলাকাঃ** পূর্ববর্তী ১৪ দিনে পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি এক লক্ষ জনে ৩০ জন বা এর অধিক করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি পাওয়া গেলে।
- একটি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা ১০ জনের কম হবেনা।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশক (নমুনা পজিটিভের হার) বিবেচনায় নিতে হবে।
- রেড জোন ঘোষণা মানেই পুরো এলাকা লকডাউন হিসেবে বিবেচিত হবে না। লকডাউন-এর ক্ষেত্রে ছোট ছোট এলাকা, মহল্লা, এক বা একাধিক গ্রাম বা অংশ বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি রেড জোনের মধ্যে এক বা একাধিক লকডাউন এলাকা থাকতে পারে।

ইয়েলো জোন

ইয়েলো জোন মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।

- **ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীঃ** পূর্ববর্তী ১৪ দিনে পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি এক লক্ষ জনে ৫ থেকে ৫৯ জন শনাক্ত করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি পাওয়া গেলে।
- **অন্যান্য এলাকাঃ** পূর্ববর্তী ১৪ দিনে পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি এক লক্ষ জনে ৫ থেকে ২৯ জন শনাক্ত করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি পাওয়া গেলে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশক (নমুনা পজিটিভের হার) বিবেচনায় নিতে হবে।

গ্রীণ জোন

এটি হল দেশের কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা অর্থাৎ যেসব এলাকাকে রেড বা ইয়েলো জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।

- যে সকল এলাকায় জোনিং-এর শুরু থেকে কোন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।
- যে সকল এলাকায় পূর্ববর্তী ১৪ দিনে প্রতি ১ লক্ষ জনে ৫ জনের কম করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সংযোজিত বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

ইয়েলো/গ্রীণ জোনের যে সকল এলাকাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবেঃ

- এলাকাটি যদি করোনার উপসর্গযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যার দিক দিয়ে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে।
- এলাকাটিতে যদি রেড এলাকা থেকে অনেক মানুষের আগমন-নির্গমণ বা চলাচল থাকে।
- এলাকাটি যদি ঘনবসতিপূর্ণ হয় এবং একই ঘরে অনেক মানুষ বসবাস করে।
- উচ্চ দারিদ্র / খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা চিহ্নিত আছে এমন জায়গাগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে।

যে সকল নিয়ামক-এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহ রেড হতে ইয়েলো এবং ইয়েলো থেকে গ্রীণ জোনে পরিবর্তিত হতে পারেঃ

- রেড/ ইয়েলো জোনে ১৪ দিনের মধ্যে নিশ্চিত করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস পাওয়া।
- রেড /ইয়েলো জোনে প্রথম সপ্তাহে করোনা নমুনা পজিটিভের হারের তুলনায় তৃতীয় সপ্তাহে অর্ধেকে হ্রাস পাওয়া।
- কোন এলাকায় রেড জোন চালু হওয়ার পর পরবর্তীতে ইয়েলো জোনে রূপান্তরের শর্ত পূরণ করলেও বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ রেড জোন হিসেবে চালু রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল গ্রুপ অব্যাহতভাবে জোনিং নির্দেশক ও বাস্তবায়ন কৌশল পর্যালোচনা করবে এবং তদনুযায়ী এই গাইডলাইন হালনাগাদ করবে।